দৈনিক ইন

09 SEP 1986

৮

208

উপজেলা পরিক্রমা

ভাঙ্গুড়া

॥ মোঃ রাজা আলী ॥

ভাঙ্গুড়া একটি নবগঠিত উপজেলা। পাবনা জেলার চাটমোহর এবং ফরিদপুর উপজেলার অবহেলিত অঞ্চল নিয়ে এ উপজেলা গঠিত। থানা হিসেবে ১২ নভেম্বর '৮১ এর জন্ম। বর্তমান সরকারের প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ২ জুলাই '৮৩ ভাঙ্গুড়া উপজেলায় উন্নীত হয়। এ উপজেলার আয়তন ৪৬.৩৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৬ হাজার। তার মধ্যে পুরুষ ৪১ হাজার ৩শ' ৯০ জন এবং মহিলা ৩৪ হাজার ৬শ' ১০ জন। মোট ৫টি ইউনিয়নে ৬৩টি মৌজা এবং ১শ'টি গ্রাম রয়েছে। এ উপজেলার খানার সংখ্যা ১২ হাজার ৭শ' ৩৫। বর্তমানে এ উপজেলার বাসিন্দারা বহুমুখী সমস্যার আবর্তে নিপতিত রয়েছে। প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ডাকঘর, হাট-বাজার ও আবাসিক সমস্যা।

কৃষি

ভাঙ্গুড়া উপজেলায় কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৮ হাজার ৫শ' ২। আবাদী জমির পরিমাণ ২০ হাজার ৭শ' ৭৩ একর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ৮ হাজার ৯শ' ২ একর ১৬ শতাংশ। এক ফসলী জমির পরিমাণ ৯ হাজার ৪শ' ৭৩ একর, দুই ফসলী জমির পরিমাণ ১০ হাজার একর এবং তিন ফসলী জমির পরিমাণ ১ হাজার ৩শ' একর। কৃষি পণ্যের মধ্যে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, পাট, আখ। এ ছাড়াও রবিশস্যের মধ্যে মসুর, সরিষা, খেসারী ও তিল। সেচের আওতায় জমি রয়েছে ১ হাজার ২শ' ৬৫ একর। এ উপজেলায় ৩টি গভীর নলকূপ, ৬শ' ৮২টি অগভীর নলকূপ, ২৫টি পাওয়ার পাম্প ও ৭শ' ৩৩টি হস্তচালিত নলকূপ রয়েছে। এখানে ১শ' ৪৫টি কৃষক সমবায় সমিতি রয়েছে। এখানে সার ও কীটনাশকের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আমদানী থাকলেও দাম অত্যন্ত বেশী। সরকার সারের মূল্য কমিয়ে দিলেও উপজেলার দুর্নীতিবাজ ডিলাররা দাম না কমিয়ে চড়া দামে বিক্রয় করে বেশী মুনাফা লুটছে। এ ছাড়া উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর শ' শ' একর জমির ফসল নষ্ট হয়।

শিক্ষা

এ উপজেলায় শিক্ষার হার শতকরা ১৯ জন। এখানে ১টি ডিগ্রী কলেজ, জুনিয়ার হাই স্কুল ২টি, হাই স্কুল ৭টি, তারমধ্যে ২টি বালিকা। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৬টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৩টি এবং ১টি মহিলাসহ মোট ১০টি মাদ্রাসা রয়েছে। উপজেলার একমাত্র কলেজে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয়গুলো সংস্কার না করার ফলে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাটিতে বসে ক্লাস করতে হয়। এ ছাড়া শিক্ষক স্বল্পার জন্য শিক্ষা কার্য ব্যাহত হচ্ছে।

চিকিৎসা

এখানে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। নিজস্ব ভবন আজও তৈরী না হওয়ায় ভাড়াটে বাড়ীতে অস্থায়ীভাবে এর কাজ চালানো হচ্ছে। স্থান নির্ধারণ হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হচ্ছে না। ফলে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপজেলাবাসীর দুরবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। চলতি বছরেই এ স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নিজস্ব ভবন নির্মাণ করার জন্য উপজেলাবাসীর পক্ষ থেকে দাবী জানানো হয়েছে। এ ছাড়া উপজেলায় ৫টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। কিন্তু নিজস্ব ভবন আজও তৈরী হয়নি। ইউনিয়ন পর্যায় আরও ৩টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ হওয়া সত্ত্বেও এর কাজ শুরু হয়নি। চলতি বছরেই এ পরিবার কেন্দ্রগুলো নির্মাণের জন্য উপজেলাবাসী জোর দাবী জানিয়েছে।

যোগাযোগ

এ উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। এখানে ১ মাইল পাকা, ৭ মাইল হেরিংবন ও ৪৭ মাইল কাঁচা পথ রয়েছে। এ ছাড়া ৬ মাইল রেলপথ ও ১৬ মাইল নৌপথ রয়েছে। জেলা শহরে সাধারণতঃ ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ রেলপথে ঈশ্বরদী হয়ে বাসযোগে যেতে হয়। অথচ পাবনা, আটঘরিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, ফরিদপুর সড়কের চাটমোহর, ভাঙ্গুড়ার মাত্র ৬ মাইল পথ পাকা হলে জেলার সাথে ভাঙ্গুড়ার সড়ক পথে সরাসরি যোগাযোগ হতো। ভাঙ্গুড়াবাসীর কিছুটা দুর্ভোগ লাঘব হোত। এ ছাড়া বড়াল নদীর উপর সেতু না থাকায় সদর শহর ভাঙ্গুড়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নদীর উভয় পাড়ের যোগাযোগ এবং সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনে বড়াল নদীর উপরে একটি সেতু নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এলাকাবাসী দীর্ঘদিন যাবৎ এ সেতুটি নির্মাণের জন্য জোর দাবী জানিয়ে আসছে। উপজেলার অভ্যন্তরের ৪৭ মাইল কাঁচা পথ বর্ষা মওসুমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলার অধিকাংশ ইউনিয়নেই এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়নি। তাছাড়া বিদ্যুৎ আওতাধীন এলাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত না হওয়ায় এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

টেলিফোন

এখানে ১টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রয়েছে। কিন্তু ডায়ালিং পদ্ধতি না থাকায় গ্রাহকদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তথাপি কর্তৃপক্ষ চাহিদানুযায়ী গ্রাহকদের টেলিফোন সংযোগ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। যে কারণে উপজেলা পরিষদ অফিসগুলোতেও এখনও টেলিফোন সংযোগ দেয়া হয়নি। জানা গেছে, এখানে একটি মাইক্রোওয়েভ সিষ্টেম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের বরাদ্দ আছে। ইতিমধ্যে স্থান নির্ধারণ হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে নির্মাণ করা হচ্ছে না।

ডাকঘর

ভাঙ্গুড়া উপজেলায় মাত্র ৪টি ডাকঘর রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ ৪টি ডাকঘর অপ্রতুল। এলাকাবাসীর সুবিধার্থে আরও নতুন ডাকঘর থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া ভাঙ্গুড়া প্রধান ডাকঘরের নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়াটে বাড়িতে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে অফিসের কাজ-কর্ম সমাধান করতে হচ্ছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় ১০টি হাট-বাজার রয়েছে। হাট-বাজারগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন। সংস্কার ও সম্প্রসারণ করার ফলে হাটুরেদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বর্ষায় এগুলো কাদা ও নর্দমায় পরিণত হয়।

আবাসিক সমস্যা

নবগঠিত উপজেলা ভাঙ্গুড়ায় আবাসিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী চাকরিজীবীদের বাসা নির্মিত না হওয়ায় সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ ছাড়া বেসরকারী বাসা ভাড়া অত্যন্ত বেশী হওয়ায় নিম্নমানের চাকরিজীবীদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে।